বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

এবং

সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)

১ জুলাই ২০১৭- ৩০ জুন ২০১৮

বিজিবি'র কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র (২০১৭-২০১৮ অর্থ বছর)
(Overview of the Performance of BGB)

সাম্প্রতিক বছরসমূহের ৩ (তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহ:

১। **বিজিবি'র আধুনিক বর্ডার ম্যানেজমেন্ট**। বিজিবি'র বিভিন্ন কর্মকান্ড আধুনিকায়নের ফলে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পূর্বের তুলনায় আধুনিক, দ্রুততর এবং যথাযথ হয়েছে। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দূর্গম সীমান্ত এলাকার সাথে দেশের সর্বত্র যোগযোগ স্থাপিত হয়েছে। সীমান্তে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল বিওপিতে পর্যায়ক্রমে নাইট ভিশন গগল্স সরবরাহ করা হচ্ছে। সীমান্তে টহল তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে সার্চ লাইটের ব্যবহার এবং চোরাচালান প্রবণ সীমান্ত এলাকায় প্রতিটি বিওপিতে মটর সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে। অধিক চোরাচালান প্রবন যশোর জেলার পুটখালী ও কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সীমান্ত অঞ্চলের কিছু অংশে নিছিদ্র নজরদারি প্রতিষ্ঠা এবং চোরাচালান প্রতিরোধ কল্পে অত্যাধুনিক Border Control and Surveillance System স্থাপনের কাজ চলছে। এছাড়া CDR Analysis System Software (মোবাইল ট্রাকিং) ব্যবহার করে সীমান্ত এলাকায় অপরাধীদেরকে দ্রুত সনাক্ত করে তার সাথে জড়িত অন্যান্যদেরকেও সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

২। **বর্ডার আউট পোষ্ট (BOP) এবং বর্ডার সেন্ট্রি পোষ্ট (BSP) নির্মাণ এবং অরক্ষিত সীমান্তকে সুরক্ষিত করা**। বিজিবি পুনর্গঠনের আওতায় সীমান্ত এলাকায় এ পর্যন্ত ১৫টি 'সাইক্লোন শেল্টার' টাইপ BOP, ৭৫টি 'এ' টাইপ BOP এবং ১২৮টি BSP নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও আরও নতুন ৬০টি 'এ' টাইপ BOP এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে যার মধ্যে ৪০টি BOP এর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে ও ২০টি BOP এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া ২০টি 'প্রি-ফেব্রিকেটেড শেল্টার' টাইপ BOP এর নির্মাণ কাজও চলমান রয়েছে। সুন্দরবনের নীলডুমুরস্থ কাঁচিকাটায় ও আঠারবেকীতে ০২টি ভাসমান BOP নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এসকল BOP নির্মাণের ফলে নদী-সীমান্ত এলাকায় দক্ষতার সাথে বিজিবি সদস্যগণ তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা অনুমোদনের পর হতে ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে ইতিমধ্যে ০৪টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন ও ৫৮টি বিওপি সৃজনের মাধ্যমে ৫৩৯ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্তের মধ্যে ৩৮৩ কিঃ মিঃ সীমান্ত ইতিমধ্যে নজরদারীর আওতায় আনা হয়েছে।

৩। **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় বিজিবি মোতায়েন** । বিজিবি জনগনের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, আন্তঃ রাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ দম এবং প্রত্যক্ষভাবে অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। গত ০৩ বছরে মোট ৫৭৮৬ প্লাটুন বিজিবি দেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় মোতায়েন করা হয়েছে।

৪। **নির্বাচন উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিজিবি মোতায়েন**। বিজিবি বিভিন্ন নির্বাচনে আইন-শৃংখলা রক্ষার্থে দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছে। গত ০৩ বছরে বিভিন্ন নির্বাচনে মোট ৪২৯৪১ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে।

৫। **চোরাচালান প্রতিরোধে সফলতা**। বিজিবি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন সীমান্তে বিশেষ অভিযান এবং টহল পরিচালনা করে জানুয়ারি ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৩৭৯,১১,২৫,৬৩১/- টাকার চেরাচালানী মালামাল এবং ৯২৪,২৯,৬৯,৩৯১/- টাকার মাদক দ্রব্য আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

৬। **মানব পাচার প্রতিরোধে সফলতা**। বিজিবি দেশের সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি মানব পাচার প্রতিরোধে বিশেষ অভিযান এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করে গত জানুয়ারি ২০১৪ হতে এপ্রিল ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ২২২৮ জন নারী ও শিশুকে উদ্ধার এবং ৪১ জন পাচারকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

৭। **অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার**। বিজিবি সমগ্র বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করে গত জানুয়ারি ২০১৪ হতে ৩১ মে ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৩৯৭টি অস্ত্র ও ৫,১২৬ রাউন্ড গুলি, ০৮টি গ্রেনেড, ৮৬টি বোম্ব, ৩৯ কেজি এক্সপ্লোসিভ, ৯৪টি ককটেল, ২১৮ টি ম্যাগাজিন এবং ৪৮ কেজি গান পাউডার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

৮। **ছিটমহল বিনিময় ও অপদখলীয় ভূমি মীমাংসা**। ভারত কর্তৃক ল্যান্ড বাউন্ডারী এ্যাগ্রিমেন্ট- ১৯৭৪ র‍্যাটিফিকেশন ও ২০১১ প্রাটোকল এর আলোকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অপদখলীয় ভূমি ও ছিটমহল বিনিময়ের পাশাপাশি ৬.৫ কিঃমিঃ অচিহ্নিত সীমান্ত চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সীমান্ত পিলার নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া ঐ সকল এলাকায় অপদখলীয় জমি, ছিটমহল বিনিময় ও বাংলাদেশী নাগরিকদের সার্বিক নিরাপত্তায় বিজিবি'র কঠোর নজরদারীত্ব রয়েছে। এর ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত হয়েছে এবং সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

৯। **বিজিবি'র ডগ স্কোয়াড গঠন**। বিজিবি'কে সময়োপযোগী একটি শক্তিশালী বাহিনীতে রুপান্তর এবং বিজিবি সদস্যদের অপারেশনাল কর্মকান্ডে আরও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে একটি আধুনিক ডগ স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে। বিজিবি'র ডগ স্কোয়াড ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিমান বন্দরে মাদক এবং বিস্ফোরক দ্রব্য সনাক্ত করে জাতীয় নিরাপত্তায় বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। সীমান্তবর্তী এলাকাতেও ডগ স্কোয়াড মাদক দ্রব্য, অবৈধ অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার এবং অন্যান্য চোরাচালান প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১০। **বিজিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে এয়ার উইং সৃজন**। সমগ্র বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অরক্ষিত সীমান্ত ও দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় নজরদারী বৃদ্ধিসহ সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিহত করার লক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে একটি স্বতন্ত্র এয়ার উইং সৃজনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং গত ০৫ জুন ২০১৬ তারিখে বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ, বায়তুল ইজ্জত, চট্টগ্রামে এয়ার উইং এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

১১। **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অপারেশনাল এবং লজিস্টিক্স সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন**। বর্তমান সরকার বাংলাদেশ - মিয়ানমার সীমান্ত সুরক্ষা এবং অধিকতর নজরদারি বৃদ্ধিকল্পে **"বর্ডার ম্যানেজমেন্ট ইক্যুইপমেন্ট ফর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি)"** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্যাটেলাইট ফোন, নাইট ভিশন বাইনোকুলার, নাইট ভিশন গগ্‌লস, থার্মাল ইমেজিং বাইনোকুলার, জিপিএস, বুলেট প্রুফ জ্যাকেট, বুলেট প্রুফ হেলমেট, ওয়াকি টকি সেট এবং হ্যান্ড হেল্ড মেটাল ডিটেক্টর ইত্যাদি ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।

১২। **অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি**। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে রিজিয়ন, সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন সমূহকে অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটির মাধ্যমে Digital Data Network (DDN) থেকে Virtual Private Network (VPN) এ উন্নীত করা হয়েছে। বিজিবি সদর দপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ০৪টি রিজিয়ন সদর দপ্তর, ১৬টি সেক্টর সদর দপ্তর ও বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্কুল, বায়তুল ইজ্জত চট্টগ্রাম এর সাথে ভিডিও কনফারেন্স সুবিধা চালু করা হয়েছে।

১৩। **প্রশিক্ষণ**। গত ২০১৬ সালে ০৭টি পর্বে International Refugee Protection প্রশিক্ষণে মোট ১৭০ জন বিজিবি সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৬ সালে Child Friendly Interviewing skill প্রশিক্ষণে ২৫ জন বিজিবি সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যদের হিন্দী ও মায়ানমার এর ভাষাসহ অন্যান্য ভাষায় প্রশিক্ষিত করার লক্ষে ইতিমধ্যে পিলখানায় "Language Lab" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ সালে বিজিবি'র ৪১ জন অফিসার ৮৬ জন অন্যান্য পদবী বিভিন্ন ধরণের বৈদেশিক কোর্সে অংশগ্রহণ করেছে। বিগত দু'বছরে বিজিবি কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের ২২৯ টি কোর্সে ২২০৫১ জন সদস্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

১৪। **বিজিবি'র খেলাধুলার সাফল্য**। মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে গত ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে মহাপরিচালক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে ভারোত্তোলন ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে মনোনীত করেন। দায়িত্বগ্রহণের পরে তৃণমূল পর্যায় হতে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক বছর সমূহের (বিগত ৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ।

ক। ২০১৫ সালে ফেডারেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ১০টি প্রতিযোগিতায় বিজিবি অংশগ্রহণ করে ০৩টি দল চ্যাম্পিয়ন অর্জনসহ ব্যক্তিগত ইভেন্টে ১২টি স্বর্ণ, ১১টি রৌপ্য এবং ১৩টি তাম্র পদক অর্জন করে।

খ। ২০১৬ সালে ফেডারেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ২০টি প্রতিযোগিতায় বিজিবি অংশগ্রহণ করে ৮টি দল চ্যাম্পিয়ন, ৬টি দল রানার আপ এবং ৩টি দল ৩য় স্থান অর্জনসহ ব্যক্তিগত ইভেন্টে ০৪ টি স্বর্ণ, ০৫ টি রৌপ্য এবং ০৪ টি তাম্র পদক অর্জন করে।

গ। ২০১৭ সালে ফেডারেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ১১টি প্রতিযোগিতায় বিজিবি অংশগ্রহণ করে ০৬টি দল চ্যাম্পিয়ন, ০১টি দল রানার আপ এবং ০২টি দল ৩য় স্থান অর্জনসহ ব্যক্তিগত ইভেন্টে ০৪টি স্বর্ণ, ১০টি রৌপ্য এবং ০১টি তাম্র পদক অর্জন করে।

ঘ। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ০৪টি প্রতিযোগিতায় বিজিবি খেলোয়াড়গণ অংশগ্রহণ করে ব্যক্তিগত ইভেন্টে ০৫টি স্বর্ণ এবং ০৪টি রৌপ্য পদক অর্জন করে।

১৫। **বিজিবি'র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল**। মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিজিবি কর্তৃক পরিচালিত ৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৯,০৪৩ জন শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করছে। বিজিবি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরা গত এক বছরে এসএসসিতে ৯৯.৬৩%, এইচএসসিতে ৯৯.৭৭%, জেএসসিতে ৯৮.৫৩% এবং পিইসি'তে ৯৯.২৫ A+ ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

১৬। **বিজিবি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া**। বিজিবি পুনর্গঠনের আওতায় ০৬টি ব্যাটালিয়ন সৃজনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৭। **বিজিবি'র জনবলের প্রাধিকার বৃদ্ধি ও নিয়োগ**। বিজিবি'র নতুন জনবলের প্রাধিকার বৃদ্ধির পাশাপাশি ২০০৯ সাল থেকে এ যাবত বিজিবি'তে ২৪,২৩৪ জন লোক নিয়োগ করা হয়েছে। অত্র বাহিনীতে ২০১৫ সালে ৯৭ এবং ২০১৬ সালে ৯৩ জনসহ ১৯০ জন মহিলা সৈনিক ভর্তি করা হয়েছে। ২০১৭ সালে ৯০তম ব্যাচে ৯৭ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। এছাড়া ৯১ তম ব্যাচে ৪৫১ জন পুরুষসহ আরও ৪৯ জন মহিলা সৈনিক ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৮। **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ জুনিয়র কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা**। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশে এর জুনিয়র কর্মকর্তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নিত করা হয়েছে।

১৯। **ডিজিটাল পদ্ধতিতে লোক ভর্তি**। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বিজিবি'তে সৈনিক ও অসামরিক পদে ভর্তির কার্যক্রমে গতিশীলতা এবং স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষে মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন এবং ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২০। **বিজিবি সদস্যদের পদোন্নতি**। পদোন্নতির নীতিমালা মোতাবেক গত ২০১৪ সন হতে ২০১৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ১৫৭৫২ জন বিজিবি সদস্যদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

২১। **বিজিবি হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা সেবা ও জনসাধারণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান**। বিজিবি'তে কর্মরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষে Video Conference System ও টেলি কনসালটেশন পদ্ধতির মাধ্যমে বিজিবি সদস্যদেরকে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিজিবি হাসপাতাল ঢাকার জন্য একটি আধুনিক CTSCAN মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। গত ০৩ (তিন) বছরে বিজিবি'র ০৩(তিন)টি হাসপাতাল (চুয়াডাঙ্গা, ঠাকুরগাঁও এবং খাগড়াছড়ি) নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত হাসপাতাল সমূহে স্থানীয় জনসাধারণকে (২০%) বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

২২। **''বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট'' গঠন**। সম্প্রতি বিজিবি সদস্যগণের জন্য কল্যাণমুখী "বিজিবি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট" গঠন করা হয়েছে। যার অধীনে Income Generating বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, যেমন ঃ সীমান্ত ব্যাংক, বিজিবি পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড, সীমান্ত সম্ভার মার্কেট, কক্সবাজার বিজিবি হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের নিজস্ব কার্যক্রম শুরু করলে তা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের সমুদয় অর্থ কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্য, নির্ভরশীলগণ, দূঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা বিজিবি সদস্য ও পরিবারবর্গের জন্য নানামূখী কল্যাণ কার্যক্রম, যেমন ঃ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, পেনশন স্কীম, গৃহনির্মাণ ঋণ, দূরারোগ্য রোগের জন্য দেশী ও বৈদেশিক চিকিৎসা সহায়তা, বিবাহ ঋণ, কৃষি ঋণ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা যাবে।

২৩। **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর "সীমান্ত ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা**। বিজিবি'র নিজস্ব কোন ব্যাংক না থাকায় গত ২০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে সৈনিকদের পক্ষ থেকে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দরবারে পয়েন্ট উত্থাপন করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজিবি সদস্যদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত "সীমান্ত ব্যাংক" উদ্বোধন করেন। পরবর্তীতে ধানমন্ডি ঢাকাস্থ সীমান্ত স্কয়ার মার্কেটে প্রধান কার্যালয়সহ ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ এবং সাতকানিয়ায় উক্ত ব্যাংকের শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সীমান্ত ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

২৪। **"বিজিবি পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড এর জমি ক্রয়**। বর্তমান সরকার ২০২০ সালের মধ্যে সমগ্র দেশে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলায় "বিজিবি পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড" নামে ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ০১ টি সোলার পাওয়ার প্রজেক্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। উক্ত প্রকল্পের জন্য ৩০০ একর অনাবাদি জমি ক্রয়ের পরিকল্পনার মধ্যে ৭১.১৭ একর জমি ইতিমধ্যে ক্রয় করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট জমি ক্রয়ের কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

২৫। **"দীপ্ত সীমান্ত" স্কুল প্রতিষ্ঠা**। বিশেষ শিশুদের জন্য বিজিবি'র উদ্যোগে পিলখানায় গত ২২ মে ২০১৭ তারিখে ''দীপ্ত সীমান্ত'' স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

১। বিজিবি'র উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

২। নতুন স্থাপনা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জমির অপ্রতুলতা, ভুমি অধিগ্রহণে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রীতা।

৩। বিজিবি'র হাসপাতালগুলোতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশেষায়িত সরঞ্জামাদির অভাব।

৪। প্রশিক্ষক স্বল্পতা, প্রশিক্ষণ সামগ্রীর স্বল্পতা, প্রশিক্ষণ সেডের স্বল্পতার কারণে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ব্যহত হচ্ছে।

৫। বিজিবি'র সেক্টর সমূহে ক্ষুদ্রাস্ত্র ফায়ারিং রেঞ্জ বিদ্যমান না থাকায় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্থানীয় ফরমেশনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাস্ত্র ফায়ারিং সম্পন্ন করতে হচ্ছে।

৬। বিজিবি'তে আধুনিক জিমনেসিয়ামসহ কোন স্টেডিয়াম নেই।

৭। বিজিবির একটি মাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে রিক্রুট ট্রেনিংসহ সকল প্রকার প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় না।

৮। ডগ স্কোয়াডের প্রশিক্ষণের জন্য ডগ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই।

৯। বর্তমান সময়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মোকাবেলায় নিজস্ব অপারেশনাল চাহিদা মেটানোর লক্ষে বিজিবি সাংগঠনিক কাঠামোতে এখন পর্যন্ত বোম্ব ডিসপোজাল সরঞ্জামাদি অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

১০। সীমান্ত বরাবর রাস্তা না থাকায় চোরাচালান প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আশানুরুপ সফলতা অর্জন করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

১১। সীমান্ত সুরক্ষার জন্য বিদ্যমান বিওপির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ

১। বিজিবির সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন ১টি রিজিয়ন, ৩টি সেক্টর, ৮টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ৫টি রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন, ২টি রিভারাইন ব্যাটালিয়ন, ১টি ট্রেনিং একাডেমী, ডগ প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ৫টি লজিস্টিক বেইজ, ১টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং ০২টি কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন সৃজন করা।

২। বিজিবি'র অপারেশনাল কার্যক্রম বেগবান করতে অতিশীঘ্রই আরও ১৫০০০ হাজার জনবল নিয়োগ করা।

৩। চোরাচালান প্রতিরোধকল্পে সীমান্ত এলাকায় স্পর্শকাতর স্থানসমূহে আধুনিক সার্ভেল্যান্স সিস্টেম চালু করা।

৪। বিজিবি'র হেলি বেস নির্মাণ কাজ শুরু করা ও দুটি হেলিকপ্টার ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

৫। বিজিবিতে কর্মরত জুনিয়র অফিসারদের বেতন-ভাতা সমন্বয়/উন্নয়ন।

৬। সকল আইসিপিসমূহ সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা।

৭। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সেক্টর/ব্যাটালিয়নে ৫০টি অন্যান্য পদবীর পারিবারিক বাসস্থান নির্মাণ।

৮। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সেক্টর/ব্যাটালিয়নে ১৮টি ৫ম তলা বিশিষ্ট সৈনিক ব্যারাক নির্মান শীর্ষক প্রকল্প।

৯। বিদ্যুতের সাশ্রয় এবং দূর্গম অঞ্চল সমূহে সোলার প্যানেল এর মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১০। সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বিজিবি'র বিদ্যমান বিওপি/স্থাপনার নিকটবর্তী যে সকল আকর্ষণীয় পর্যটনস্থল রয়েছে, সে সকল স্থানসমূহ সংস্কার/উন্নয়নের মাধ্যমে আকর্ষণীয় এবং অধিক দৃষ্টিনন্দন করতঃ রেষ্ট হাউজ নির্মাণের নিমিত্তে প্রস্তাবনা প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর বিওপি সমূহের চার পার্শ্বে দেয়ালসহ নিরাপত্তা বেষ্টনী ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ প্রকল্প।

১২। বাংলাদেশ-ভারত ও বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে ''বর্ডার রোড ও তারকাটা বেড়া স্থাপন'' প্রকল্প অনুমোদন।

১৩। পার্বত্য অঞ্চলের অরক্ষিত সীমান্তসহ সমগ্র সীমান্ত এলাকায় আন্তঃ রাষ্ট্রীয় অপরাধ দমনে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য ২২৫টিরও অধিক বিওপি পর্যায়ক্রমে নির্মাণ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

১। বিজিবি'র সাংগঠনিক কাঠামোতে ১টি রিজিয়ন, ১টি সেক্টর, ১টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ২টি ব্যাটালিয়ন এবং ০২টি রিভারাইন ব্যাটালিয়ন সৃজন করা।

২। বিজিবি'র বিভিন্ন ইউনিটের জন্য ১৬৫ সেট রায়ট কন্ট্রোল সামগ্রী, ৯২৫ টি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, ৯২৫টি বুলেটপ্রুফ হেলমেট, ৯০০টি জিপিএস এবং ২০টি জেনারেটর ক্রয় করা।

৩। বিজিবি পূণর্গঠনের আওতায় রাজস্ব খাতে ৩X নবসৃজিত ব্যাটালিয়নসহ ২য় ধাপে রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়নে বিভিন্ন পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন করা।

৪। এয়ার উইং এর জন্য ০২টি হেলিকপ্টার, যানবাহন ক্রয় ও জনবল নিয়োগের মাধ্যমে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করা।

৫। পিলখানায় কেন্দ্রীয় ডিজিটাল মনিটরিং/নিয়ন্ত্রণ সেল (Command and Surveillance Center) প্রতিষ্ঠাকরণ।

৬। চোরাচালান প্রতিরোধকল্পে সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ আইসিপি/চেকপোষ্টসমূহে ভেহিক্যাল স্ক্যানার স্থাপন করা।

৭। বিজিবি'র বিভিন্ন স্থাপনার জন্য ০৫টি ভেহিক্যাল স্ক্যানার ও ০৫টি ব্যাগেজ স্ক্যানার ক্রয় করা।

৮। সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৪০টি কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ।

৯। চোরাচালান প্রতিরোধকল্পে সমগ্র বাংলাদেশের আনুমানিক ১০০ কিঃমিঃ সীমান্তে সার্ভেল্যান্স সিস্টেম স্থাপন করা।

১০। বিজিবি'র নিজস্ব ওয়েবসাইট উন্নত সংস্করণ ওয়েবসাইট চালু করা।

১১। বিজিবি হাসপাতালের জন্য ০১টি MRI মেশিন স্থাপন করা।

১২। বিজিবি'র সকল প্রকার কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার সফটওয়্যার এর প্রস্তুত এবং ডাটা সেন্টার স্থাপন।

১৩। আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম (জিমসহ) নির্মাণ।

১৪। বিজিবিতে মহিলা খেলাধুলা বিষয়ক টিম গঠন করা।

১৫। প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থানরত বিজিবি সদস্যদের তাজা রসদ সরবরাহের নিমিত্তে বিওপির আশেপাশে সমন্বিত খামার প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১৬। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ১০০০-৫০০০ জনবলের ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

১৭। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সাংগঠনিক কাঠামোতে নতুন সৃজিত ৫৫৩টি বেসামরিক পদে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা।

১৮। বিজিবি কর্তৃক ০২টি ড্রোন, ৪৪টি জীপ, ১৮টি পিকআপ, ০৩টি ৩টন ট্রাক, ১২০টি মটরসাইকেল, ১০টি এ্যাম্বুলেন্স, ১২টি হাইস্পিড ইঞ্জিনবোট এবং ০৪টি ওয়াটার ট্রেইলার ক্রয় করা হবে।

১৯। আগামী ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৩১২টি রাইফেল, ৩৯৪টি এসএমজি, ৩৯টি এলএমজি ও ২১টি মর্টার ক্রয় করা হবে।

২০। বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে কাটাতারের বেড়াসহ সীমান্ত সড়ক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

২১। পার্বত্য অঞ্চলের অরক্ষিত সীমান্তে (৭৫ কিঃ মিঃ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

উপক্রমনিকা (Preamble)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়য়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনে নিয়োজিত মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০১৭ সালের ..... মাসের ..... তারিখে এই বার্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর বার্ষিক কার্যসম্পাদন-২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হল ঃ

সেকশন-১

বিজিবি'র রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission) , কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী ঃ

১.১ **রূপকল্প (Vision):**

বাংলাদেশের সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা. আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে বিজিবি'কে একটি সুদক্ষ, অত্যাধুনিক সু-শৃঙ্খল, সুসংগঠিত ও কার্যকরী আধা সামরিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।

১.২ **অভিলক্ষ্য (Mission):**

১. সীমান্ত রক্ষা।

২. চোরাচালান প্রতিরোধ।

৩. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা ।

৪. জরুরী/যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

৫. সরকার কর্তৃক ন্যাস্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা ।

১.৩ **কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):**

১. বিজিবি'কে একটি আধুনিক ত্রিমাত্রিক (জল, স্থল ও আকাশ পথ) বাহিনীতে রুপান্তর করা।

২. সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সীমান্ত বরাবর 'বর্ডার রোড' ও কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ নিশ্চিতকরণ।

৩. সীমান্ত অপরাধ রোধকল্পে আধুনিক সার্ভেইল্যান্স পদ্ধতি চালুকরণ।

৪. সীমান্ত এলাকার জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা।

৫. চোরাচালান রোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করা।

৬. বিজিবির সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ।

৭. শান্তিরক্ষা মিশনে বিজিবি'র অংশগ্রহণ।

৮. বাহিনীতে নারীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

৯. স্বাস্থ্য সেবা খাতে সক্ষমতা অর্জন।

১০. যুদ্ধকালীন/জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় পর্যাপ্ত শক্তিমত্তা অর্জন।

১১. বিজিবি'র মানব সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদান।

১২. খেলাধুলা অঙ্গনে বিজিবির অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ।

১৩. বিজিবিকে যুগোপযোগী ও প্রযুক্তির নির্ভর ডিজিটাল বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা।

১৪. রিজিয়ন ভিত্তিক লজিস্টিক সেবা সম্প্রসারণ।

১.৪ **কার্যাবলী (Function):**

১. সক্রিয় কর্তব্য হিসেবে সর্বদা সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা।

২. চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদকদ্রব্য পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ করা।

৩. যুদ্ধকালীন সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

৪. অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রশাসনকে সহায়তা করা।

৫. সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব সম্পাদন করা।

সেকশন-২

বিজিবি' আউটকাম (Outcome)ঃ

আউটকাম	কার্যসম্পাদন	একক	ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬	প্রকৃত ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপন ২০১৯-২০২০		মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্ধারিত প্রভাব অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৮-১৯	২০১৯-২০		
১। সীমান্ত রক্ষায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর আভিযানিক কার্যক্রম বৃদ্ধি	[১.১] আভিযানিক কার্যক্রম বৃদ্ধি	সংখ্যা	৩৮৯	৪০০	৪১৫	৪৩০	৪৫০টি	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
২। চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম বৃদ্ধি	[২.১] টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি	সংখ্যা	৫৮১২০৮	৫৮০০০০	৫৮৫০০০	৫৯০০০০	৬০০০০টি	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
৩। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার হ্রাসকরণ	[৩.১] মাদকদ্রব্য আটকের পরিমাণ বৃদ্ধি	সংখ্যা	৮৫২ কোটি	৮০০ কোটি	৮২৫ কোটি	৮৫০ কোটি	৯০০ কোটি	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৩.২] মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িত আসামী আটক বৃদ্ধি করা	সংখ্যা	১৮২০	১৫০০	১৫৫০	১৬০০	১৬৫০ জন	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৩.৩] জনসচেতনতামূলক সভা সেমিনারের আয়োজন বৃদ্ধি করা	সংখ্যা	৮০০০	৮৩০০	৮৪০০	৮৫০০	৮৫০০টি	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
৪। মানব পাচার প্রতিরোধ বৃদ্ধি	[৪.১] নারী ও শিশু পাচারকালে উদ্ধার	সংখ্যা	১২৮১	১৩০০	১৪০০	১৫০০	১৫৫০ জন	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৪.২] নারী ও শিশু পাচারকারী আটকের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	সংখ্যা	১৬	২০	২১	২২	২৫ জন	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
৫। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা	[৫.১] বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য বিজিবি মোতায়েন বৃদ্ধি করা	সংখ্যা	৭৩৫৮ প্লাটুন	৬৪৫০ প্লাটুন	৬২৭৫ প্লাটুন	৬৪০০ প্লাটুন	৬৪০০ প্লাটুন	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
৬। সীমান্তের বিরোধ নিস্পত্তি করণ	[৬.১] CBMP এর আলোকে সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে আভিযানিক কার্যক্রম এবং সমন্বয় বৃদ্ধি করা	সংখ্যা (সমন্বয় সভা)	৫৪৩৭	৪৪০০	৪৫০০	৪৬০০	৫০০০	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
		সংখ্যা (সমন্বিত টহল)	১৬৪০৮	৯০০০	১৩০০০	১৩৫০০	১৪০০০		

আউটকাম	কার্যসম্পাদন	একক	ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬	প্রকৃত ২০১৬-১৭	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপন ২০১৯-২০২০		মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্ধারিত প্রভাব অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৮-১৯	২০১৯-২০		
৭। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	[৭.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কে অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	০৫ টি সভা	০৬ টি সভা	০৭ টি সভা	০৮ টি সভা		বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৭.২] বিজিবি'র বিভিন্ন ট্রেডে জনবল নিয়োগ এবং ধারাবাহিকভাবে মহিলা সদস্য নিয়োগ করা	সংখ্যা (বিভিন্ন ট্রেড)	পুরুষ- ১১৩৯ জন (ট্রেনিং চলছে)	১ম ধাপে পুরুষ ৪৮০ জন, সামরিক কর্মচারী ১৫৩ জন এবং ২য় ধাপে শূণ্য পদে ৩৫০ জন সৈনিক ভর্তি করা হয়েছে।	৭৫০	১৫০০০	-	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
		সংখ্যা (মহিলা)	৯৮ জন (ট্রেনিং চলছে)	১০০ জন	১৫০	১৫০	-		
৮। অর্থনৈতিক উন্নয়ন	[৮.১] অর্থ খরচের ব্যাপারে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সকল প্রকার শর্ত অনুসরণ করণ	%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	
	[৮.২] অডিট কার্যক্রমের উন্নয়ন	%	৮০%	৮৮%	৮৯%	৯০%	৯০%	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	

সেকশন-৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৭-১৮					প্রক্ষেপন ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপন ২০১৯-২০২০
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতিমানের নিম্নে ৬০%		
১। সীমান্ত রক্ষায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর আভিযানিক কার্যক্রম বৃদ্ধি	১৩	[১.১] আভিযানিক কার্যক্রম বৃদ্ধি	[১.১.১] পরিচালিত টাস্কফোর্স অপারেশন	সংখ্যা	৮.০০	৩৮৯	৪০০	৪১৫	৩৩৭.৫০	৩৩২	২৯০.৫০	২৪৯	৪৩০	৪৫০টি
			[১.১.২] প্রদানকৃত বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৫.০০	৫০৯৬	৫০০০	৫২৫০	৪৭২৫	৪২০০	৩৬৭৫	৩১৫০	৫৫০০	৬০০০টি
২। চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম বৃদ্ধি	২০	[২.১] টহল কার্যক্রম বৃদ্ধি	[২.১.১] বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সীমান্ত টহল	সংখ্যা	৮.০০	৫৮১২০৮	৫৮০০০০	৫৮৫০০০	৫২৬৫০০	৪৬৮০০০	৪০৯৫০০	৩৫১০০০	৫৯০০০০	৬০০০০টি
			[২.১.২] ২০টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ১৬৯ কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষার আওতায় আনা কার্যক্রম গ্রহণ	সংখ্যা	৭.০০	১৯টি	১২টি	-					-	-
			[২.১.৩] বিজিবি'র নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজন	%	৫.০০	২টি	০২টি	০২টি					১০০%	১০%
৩। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার হ্রাসকরণ	১৫	[৩.১] আসামীসহ মাদকদ্রব্য আটকের পরিমাণ ও এবং জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা	[৩.১.১] মাদকদ্রব্য আটকের পরিমাণ বৃদ্ধি	সংখ্যা	৫.০০	৮৫২ কোটি	৮০০ কোটি	৮২৫ কোটি	৭৪২.৫ কোটি	৬৬০ কোটি	৫৭৭.৫ কোটি	৪৯৫ কোটি	৮৫০ কোটি	৯০০ কোটি
			[৩.১.২] মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িত আসামী আটক বৃদ্ধি	সংখ্যা	৫.০০	১৮২০	১৫০০	১৫৫০	১৩৯৫	১২৪০	১০৮৫	৯৩০	১৬০০	১৬৫০জন
			[৩.১.৩] বৃদ্ধিকৃত জনসচেতনতামূলক সভা/ সেমিনার	সংখ্যা	৫.০০	৮০০০	৮৩০০	৮৪০০	৭৫৬০	৬৭২০	৫৮৮০	৫০৪০	৮৫০০	৮৫০০টি
৪। মানব পাচার প্রতিরোধ বৃদ্ধি	১০	[৪.১] নারী ও শিশু পাচারকালে উদ্ধার এবং পাচারকারী আটকের সংখ্যা বৃদ্ধি করণ	[৪.১.১] নারী ও শিশু পাচারকালে উদ্ধার	সংখ্যা	৬.০০	১২৮১	১৩০০	১৪০০	১২৬০	১১২০	৯৮০	৮৪০	১৫০০	১৫৫০ জন
			[৪.১.২] নারী ও শিশু পাচারকারী আটক বৃদ্ধিকরণ	সংখ্যা	৪.০০	১৬	২০	২১	১৮.৯০	১৬.৮০	১৪.৭০	১২.৬০	২২	২৫জন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দ্যেশ্যের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৭-১৮					প্রক্ষেপন ২০১৮-২০১৯	প্রক্ষেপন ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতিমানের নিম্নে ৬০%		
৫। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা	১০	[৫.১] বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য বিজিবি মোতায়েন বৃদ্ধি করা	[৫.১.১] আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার্থে মোতায়েনকৃত বিজিবি সদস্য	সংখ্যা	৫.০০	৬১৫১ প্লাটুন	৫২০০ প্লাটুন	৫০০০ প্লাটুন	৪৫০০ প্লাটুন	৪০০০ প্লাটুন	৩৫০০ প্লাটুন	৩০০০ প্লাটুন	৫১০০ প্লাটুন	৫১৫০ প্লাটুন
			[৫.১.২] বিভিন্ন প্রকার নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে মোতায়েনকৃত বিজিবি সদস্য	সংখ্যা	৫.০০	১২০৭ প্লাটুন	১২৫০ প্লাটুন	১২৭৫ প্লাটুন	১১৪৭.৫ প্লাটুন	১০২০ প্লাটুন	৮৯২.৫ প্লাটুন	৭৬৫ প্লাটুন	১৩০০ প্লাটুন	১৪০০ প্লাটুন
৬। সীমান্তের বিরোধ নিস্পত্তি করণ	১০	[৬.১] CBMP এর আলোকে সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য প্রতিবেশী দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে আভিযানিক কার্যক্রম এবং সমন্বয় বৃদ্ধি করা	[৬.১.১] বৃদ্ধিকৃত প্রতিবেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে সমন্বয় সভা	সংখ্যা	৫.০০	৫৪৩৭	৪৪০০	৪৫০০	৪০৫০	৩৬০০	৩১৫০	২৭০০	৪৬০০	৫০০০টি
			[৬.১.২] পরিচালিত প্রতিবেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে সমন্বিত টহল	সংখ্যা	৫.০০	১৬৪০৮	৯০০০	১৩০০০	১১৭০০	১০৪০০	৯১০০	৭৮০০	১৩৫০০	১৪০০০টি

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কার্যসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	ভিত্তি বছর ২০১৫-২০১৬	প্রকৃত অর্জন ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৮-১৯					প্রক্ষেপন ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপন ২০১৮-২০১৯
								অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতিমানের নিম্নে ৬০%		
৭। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন	০৪	[৭.১] Right to Informatin (RTI) এ্যাক্ট অনুসরণ এবং তদানুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করণ	[৭.১.১] ওয়েব সাইটে প্রকাশকৃত Right to Informatin (RTI) এ্যাক্ট অনুসরণ পূর্বক জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের শতকরা হার	সংখ্যা	১.৫০	০৫ টি সভা	০৬ টি সভা	০৭ টি সভা	৬.৩০	৫.৬০	৪.৯০	৪.২০	০৮ টি সভা	১২টি
			[৭.১.২] বাস্তবায়ন কমিটির নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০১৫ প্রস্তুতকরণ	সংখ্যা	১.৫০	০৫ টি সভা	০৬ টি সভা	০৭ টি সভা	৬.৩০	৫.৬০	৪.৯০	৪.২০	০৮ টি সভা	১২টি
		[৭.২] বিজিবি বিভিন্ন ট্রেডে জনবল নিয়োগ এবং ধারাবাহিকভাবে মহিলা সদস্য নিয়োগ করা	[৭.২.১] বিজিবি বিভিন্ন ট্রেডে জনবল নিয়োগ এবং ধারাবাহিকভাবে মহিলা সদস্য নিয়োগ করা	সংখ্যা (বিভিন্ন ট্রেড)	১.০০	পুরুষ-১১৩৯ জন	১ম ধাপে পুরুষ ৪৮০ জন সামরিক কর্মচারী ১৫৩ জন এবং ২য় ধাপে শূণ্য পদে ৩৫০ জন সৈনিক ভর্তি করা হয়েছে।	৭৩৯	৬৬৫.১০	৫৯১.২০	৫১৭.৩০	৪৪৩.৪০	১৫০০০	১০০০ জন
				সংখ্যা (মহিলা)		৯৮ জন	১০০ জন	১৪৭	১৩২.৩০	১১৭.৬০	১০২.৯০	৮৮.২০	-	১৫০ জন
৮। অর্থনৈতিক উন্নয়ন করণ	০৩	[৮.১] অর্থ খরচের ব্যাপারে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সকল প্রকার শর্ত অনুসরণ করণ এবং সংশ্লিষ্ট অডিট বিষয়ের উন্নয়ন	[৮.১.১] ত্রৈমাসিক অর্থ খরচের প্রতিবেদন	%	১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০%	১০০%
			[৮.১.২] ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ঐমাসিক বাজেটের খরচ তদারকি	%	১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	১০০%	১০০%
			[৮.১.৩] বাৎসরিক অডিট আপত্তি নিরসন	%	১.০০	৮৭%	-	৮৯%	৮০.১ %	৭১.২ %	৬২.৩ %	৫৩.৪%	৯০%	৯০%

অঙ্গীকারনামা

আমি মেজর জেনারেল আবুল হোসেন,এনডিসি, পিএসসি, পি ইঞ্জ, মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, এর প্রতিনিধি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

২০/০৬/২০১৭

....

মহাপরিচালক
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
পিলখানা, ঢাকা

তারিখ

২০/০৬/১৭

....

সচিব
জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

তারিখ